



# ১১ বছর একই চয়োরো আলী আহমদে, অভযিোগরে পরও কনে নশিচুপ প্রাথমকি শকিষা বভাগ?

লখেক: প্রকাশক | প্রকাশতি: 31 October 2026, 08:31 PM | বভাগ: সারাদশে



জামালপুরে প্রাথমকি শকিষা অফসিরে উচ্চমান সহকারী কাম হিসাবরক্ষক আলী আহমদেরে বরিদুধে ওঠা নানা অনযিম, দুর্নীতি ও ঘুষ বাণজিযে অভযিোগ নয়িে একাধকি গণমাধ্যমে সংবাদ প্রকাশ হলেও এখনো দৃশ্যমান কোনো ব্যবস্থা নেওয়া হয়নি। দীর্ঘ ১১ বছর একই কর্মস্থলে দায়িত্ব পালন করায়

তার প্রভাব ও কথতি সনিডকিটে নিয়ে প্রশ্ন উঠছে। এবার দ্রুত বদলরি আশ্বাস দিয়েছেন ময়মনসিংহ বিভাগীয় প্রাথমিক শিক্ষা বিভাগের উপপরিচালক। তবে বদলহি কী অভিযোগগুলোর সমাধান, নাকি প্রয়োজন নরিপক্ষে তদন্ত ও বিভাগীয় ব্যবস্থা?

জামালপুর জেলা প্রাথমিক শিক্ষা অফিসের উচ্চমান সহকারী কাম হিসাবরক্ষক আলী আহমদের বরিদ্ধে ওঠা নানা অনিয়ম ও দুর্নীতির অভিযোগ নিয়ে আলোচনা-সমালোচনা চলছে। প্রায় ১১ বছর ধরে একই কর্মস্থলে দায়িত্ব পালন করছেন তিনি। অভিযোগ রয়েছে, দীর্ঘদিনের এই অবস্থানকে কাজে লাগিয়ে অফিসে গড়ে তুলছেন প্রভাবশালী একটি সনিডকিটে।

এর আগে তার বরিদ্ধে জেলা প্রাথমিক শিক্ষা কর্মকর্তার নাম ভাঙিয়ে পাঁচ শতধিক বেসরকারি শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের পাঠদানের অনুমতি দেওয়ার ক্ষেত্রে আরথকি লেনদেন, নিয়োগ, পদায়ন ও বদলি বাণিজ্যের অভিযোগ ওঠে। এসব অভিযোগ তুলে প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তরের মহাপরিচালক বরাবর লখিতি অভিযোগও করছেন মাদারগঞ্জে চরপাকরেদহ ইউনিয়নের এক শিক্ষক।

অভিযোগের বিষয়ে একাধিক গণমাধ্যমে সংবাদ প্রকাশিতি হলেও সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষে পক্ষ থেকে এখন পর্যন্ত দৃশ্যমান তদন্ত বা বিভাগীয় ব্যবস্থা নেওয়ার তথ্য পাওয়া যায়নি। ফলে প্রশ্ন উঠছে, এত অভিযোগের পরও কীভাবে একই কর্মস্থলে বহাল রয়েছেন তিনি? কার প্রভাবে বারবার অভিযোগের পরও পার পয়ে যাচ্ছেন?

এদিকে তার সম্পদের বিষয় নিয়েও আলোচনা রয়েছে। অভিযোগ অনুযায়ী, ২০১৮ সালে জামালপুর শহরে প্রায় আট শতাংশ জমকিনি সেখানে আধাপাকা বাড়ি নির্মাণ করেন তিনি। জমি ও বাড়ি নির্মাণে প্রায় দড়ে কোটি টাকা ব্যয়ের কথাও সামনে এসছে। তবে এ বিষয়ে আলী আহমদের দাবি, নিজ বাড়ির জমি বিক্রি করে পাওয়া অর্থ দিয়ে জামালপুরে জমকিনিছেন।

অভিযোগ অস্বীকার করে আলী আহমদে জানিয়েছেন, তার বরিদ্ধে আনা অভিযোগগুলো মিথ্যা, ভিত্তিহীন ও উদ্দেশ্যপ্রণোদিত। তবে একই কর্মস্থলে দীর্ঘদিন থাকার বিষয়ে তিনি সন্তোষজনক কৌনো ব্যাখ্যা দিতে পারেননি।

অন্যদিকে জামালপুর জেলা প্রাথমিক শিক্ষা কর্মকর্তা আলী আহসান জানিয়েছেন, আলী আহমদে ১১ বছর ধরে একই অফিসে রয়েছেন, এটি সত্য। তবে তার বরিদ্ধে কড়ে লখিতি অভিযোগ করেননি বলে দাবি করেন তিনি। কড়ে তার নাম ব্যবহার করে টাকা নিয়ে থাকলে তার দায় সংশ্লিষ্ট ব্যক্তির বলেও মন্তব্য করেন জেলা প্রাথমিক শিক্ষা কর্মকর্তা।

এ বিষয়ে জানতে চাইলে ময়মনসিংহ বিভাগীয় প্রাথমিক শিক্ষা বিভাগের উপপরিচালক মুহাম্মদ রফিকুল ইসলাম তালুকদার বলেন, তিনি বছরের বেশি সময় কৌনো কর্মস্থলে থাকলে নিয়মতিভাবেই বদলি করা

হচ্ছে। যহেতু আলী আহমদে ১১ বছর ধরে একই কর্মস্থলে রয়েছেন, তাই তাকেও দ্রুত বদলিকরা হবে।  
তবে তার বিরুদ্ধে ওঠা অভিযোগ সম্পর্কে আগে কিছু জানা ছিল না বলে জানান তিনি।

এখন প্রশ্ন, শুধু বদলিকরই ক'শিষে হবে এত অভিযোগের তদন্ত? পাঁচ শতাধিক প্রতিনিধির পাঠদানের অনুমতি, নিয়োগ, পদায়ন ও বদলি বাণিজ্যের অভিযোগের সত্যতা যাচাই করবে কে? দীর্ঘদিন ধরে ওঠা এসব অভিযোগের পছনের প্রকৃত ঘটনা উদ্ঘাটনে নরিপকেষ তদন্ত এবং দায়ীদরে বিরুদ্ধে কার্যকর ব্যবস্থা নেওয়ার দাবি জানিয়েছেন সংশ্লিষ্ট শিক্ষকরা।

অভিযোগের সত্যতা যাচাই করে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নেওয়া হবে, নাকি বিদলির আশ্বাসই থমে থাকবে সব আলোচনা? এখন সেই অপেক্ষায় জামালপুরে সচতেন মহল।